তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৭

**কুয়েতের নতুন আমিরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

কুয়েতের নতুন আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমাদ আস-সাবাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। মন্ত্রী আজ কুয়েতে সেদেশের নতুন আমিরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় সদ্য প্রয়াত আমির সাবাহ আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহ’র মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শোক জানান ড. মোমেন। শেখ সাবাহ’র মৃত্যুতে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের বিষয়টিও নতুন আমিরকে অবহিত করেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রাক্তন আমির প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নতুন আমিরকে অভিন্দন জানান এবং করোনা পরবর্তীকালে তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান ড. মোমেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতার জন্য কুয়েতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

এ সময় নতুন আমিরকে লেখা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের দু’টি চিঠি হস্তান্তর করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এতে রাষ্ট্রপতি সদ্য প্রয়াত আমিরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও নতুন আমিরকে অভিনন্দন জানান।

পরে ড. মোমেন কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী Dr. Ahmad Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah সাথে সাক্ষাৎ করেন। কুয়েত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফ্লাইট চালু না হওয়ায় ছুটিতে বাংলাদেশে এসে আটকেপড়া কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুশ্চিন্তার বিষয়টি কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের সাথে কুয়েতের ফ্লাইট চালু করার অনুরোধ জানান। কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে দু’দিন পর সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন।

ড. মোমেন কুয়েতকে বাংলাদেশে তেল পরিশোধনাগার স্থাপনের আহ্বান জানান এবং কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ ক্ষেত্রে বিনিযোগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাইটেক পার্কে কুয়েতকে বিনিয়োগের আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সময় বাংলাদেশের ডাক্তার, নার্স এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ ব্যক্তিরা কুয়েতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রমিকদের কৃষিকাজে নিয়োগসহ কুয়েতকে বাংলাদেশ থেকে ঔষধসামগ্রী ও পিপিই আমদানির আহ্বান জানান ড. মোমেন।

এ সময় কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতার প্রশংসা করেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের বিষয়ে কুয়েতের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান ড. আহমাদ নাসের।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দু’দিনের সফরে কুয়েতে অবস্থান করছেন।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৬

**সমাজে শিক্ষকরাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত**

**-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, শিক্ষকদের যে জাতি সম্মান দেয় না সে জাতি কখনো এগুতে পারে না। সমাজে যার মর্যাদা যে ভাবেই চিহ্নিত করা হোক শিক্ষকরাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। শিক্ষকতা কেবল চাকুরি বা রুটিন কাজ করেন  তা নয় । তারা মানব সম্পদ তৈরির কারিগর।

আজ ঢাকায় ওয়েবিনারে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের সংগঠন জাতীয় শিক্ষক দিবস- ২০২০ উদ্‌যাপন   কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী  ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর অপরিহার্য  উল্লেখ করে বলেন, চক ডাস্টারের পরিবর্তে ডিজিটাল ক্লাশরুম এবং কাগজের বইয়ের পরিবর্তে ডিজিটাল কনটেন্ট দরকার। সংকট মোকাবিলায় আগামী দিনের প্রস্তুতি নিতে হবে। শিক্ষকদের ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষকদের ক্ষমতায়নের জন্য যা যা করণীয় তা করতে হবে। শিক্ষার জন্য  খরচকে ভবিষ্যৎ  বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। তারা বলেন, শিক্ষায়  তৃণমূলকেও গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করতে হবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আক্তারুজ্জামান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ, সাবেক তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশে ইউনেস্কো প্রতিনিধি  বিটরিক কালডান (Beatrice Kaldun) এবং গণস্বাক্ষরতা কর্মসূচির ড. এনামুল হক বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/ফারহানা/খালিদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৫

**ভারসাম্য রক্ষায় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহ চালু রাখবে সরকার**

**---শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, ভারসাম্য রক্ষায় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহ অবশ্যই চালু রাখবে সরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়নি। মূলত সাময়িক উৎপাদন বন্ধ করা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব মিলগুলোকে উৎপাদনে ফিরিয়ে আনা হবে। কারো উস্কানিতে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শ্রমিকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী আজ খুলনার সাময়িক বন্ধ থাকা খুলনা অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, সোনালী আঁশের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা, পাট চাষীদের কথা বিবেচনায় নিয়ে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলসমূহকে অবশ্যই চালু রাখবে সরকার। জিটুজি, পিপিপি অথবা লিজিং ব্যবস্থাপনায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে পাটকলগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। মিলসমূহ চালু হলে দক্ষ শ্রমিকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেখানে চাকুরি পাবেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করিম জুটমিলের শ্রমিকদের পাওনা অর্ধেক চেকের মাধ্যমে এবং অর্ধেক সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই খুলনার প্লাটিনাম জুট মিলের শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। শ্রম অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ ইউসুফ আলী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ মহা-পরিদর্শক মোঃ আরিফুল ইসলাম, খালিশপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি একেএম সানাউল্লাহ নান্নু, খুলনা অঞ্চলের ৯টি পাটকলের সিবিএ নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৪

**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে সরকার**

**---শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শোভন কর্ম এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (Decent work and Economic Growth) মতো এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সরকার উন্নত দেশগুলোর আদলে বাংলাদেশেও শিক্ষকদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করবে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২০ উপলক্ষে আজ রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত "বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন এবং মুজিব জন্মশতবর্ষে এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী ফোরামের নেতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা দর্শনের আলোকে মুজিব জন্মশতবর্ষে এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবি জানান। মন্ত্রী এ সময় এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের দাবিকে যৌক্তিক উল্লেখ করেন। শিক্ষক সমাজের এ দাবি সময় মতো জাতীয় সংসদে তুলে ধরা হবে বলে তিনি শিক্ষক-কর্মচারী নেতাদের আশ্বস্ত করেন।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী ফোরামের সভাপতি মোঃ সাইদুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি এম ফারুক, সংসদ সদস্য হাবিবা রহমান খান, ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব উপাধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী, মোঃ আবদুল জব্বার, জি এম শাওন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল ইসলাম মাসুদ বক্তব্য রাখেন।

#

জলিল/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৩

**জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সাথে কাতারের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর অনলাইন সভা অনুষ্ঠান**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ও কাতারের জ্বালানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সাদ শেরিদা আল কাবি (Saad Sherida Al- Kaabi) –এর মধ্যে আজ অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ কাতারকে অন্যতম বন্ধুপ্রতীম দেশ উল্লেখ করে বলেন, কাতারের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বাড়ানো যেতে পারে। জ্বালানি খাতেও সহযোগিতার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যা অন্বেষণ করতে পারলে উভয় দেশই লাভবান হবে। এ সময় তিনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রদত্ত এলএনজির মূল্য পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান।

কাতারের জ্বালানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কাতার এলএনজি-সহ জ্বালানির অন্যান্য উপখাতে বাংলাদেশে কাজ করতে আগ্রহী।

#

আসলাম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬২

**নারী নির্যাতনকারী যেই হোক, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, নারী নির্যাতন-ধর্ষণের সাথে যারাই যুক্ত থাকুক, যে পরিচয়ই ব্যবহার করুক না কেন, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তানিয়া সুলতানা হ্যাপি রচিত ‘আমি হবো আগামীদিনের শেখ হাসিনা’ শিশুতোষ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। এ সময় বিএনপি’র মন্তব্য ‘সরকারের জবাবদিহিতার অভাবে দেশে খুন-ধর্ষণ বাড়ছে’ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি একথা বলেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং গ্রন্থরচয়িতা তানিয়া সুলতানা বই পরিচিতি বক্তব্য রাখেন।

ড. হাছান বলেন, ‘এ ধরণের অপকর্মের সাথে যারা যুক্ত, তারা দুষ্কৃতিকারী, তাদের কোনো অন্য পরিচয় থাকতে পারেনা। এ ধরণের দুষ্কৃতিকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। ইতিপূর্বে এ ধরণের ঘটনায় অনেক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে।’

‘এ ধরণের আগেও ঘটতো, কিন্তু আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এমন ব্যাপকতা না থাকায় অনেক ঘটনাই আড়ালে থেকেছে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এখন বেশিরভাগ ঘটনা আড়ালে থাকে না, প্রায় সব ঘটনাই প্রকাশ্যে আসে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা নারী নির্যাতন-ধর্ষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার, এই বিষয়গুলো যারা তুলে ধরছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ। এতে করে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরণের অপকর্ম যারা ঘটাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সহজতর হচ্ছে।

‘এ ধরণের ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করার কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু এগুলোকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্য মাঝে মধ্যেই বিএনপি’র পক্ষ থেকে অপচেষ্টা চালানো হয়’ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘এই বিএনপিই দলীয়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশে নারী ধর্ষণ করেছে। ২০০১ সালের পর ৮ বছরের শিশুকে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে এমনকি নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে পুরো গ্রাম অবরুদ্ধ করে সেখানকার মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে। সেই দুঃসহ স্মৃতি এখনো অনেকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং যারা দলীয়ভাবে এ ধরনের অপকর্ম করেছে এবং এর বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই, তাদের এ নিয়ে কথা বলার কতটুকু নৈতিক অধিকার আছে, সেটিই বড় প্রশ্ন।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রিজভী আহমেদ বলেছেন, মানুষের কথা বলার অধিকার নেই। অথচ তারা সকালে একবার, দুপুরে একবার, আবার বিকেলে আরো একবার সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। মির্জা ফখরুল সাহেব বললে তার সাথে প্রতিযোগিতা দিয়ে রিজভী সাহেব বা আরো দু-একজন নেতা সকাল-বিকাল-দুপর বিষোদগার করে আর বলে, আমাদের কথা বলার অধিকার নেই, যা হাস্যকর।’

এ সময় ‘আমি হবো আগামীদিনের শেখ হাসিনা’ শিশুতোষ গ্রন্থরচয়িতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শিশুরাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ এবং আজকের এই দিনে যেদিন প্রধানমন্ত্রী শিশু দিবসের উদ্বোধন করেছেন, সেদিন এ গ্রন্থের যাত্রা শুরুটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি, মানুষের আত্মিক উন্নয়নসমৃদ্ধ একটি উন্নত জাতি গঠন। সেজন্য মানুষের মধ্যে মমত্ববোধ, দেশাত্মবোধ, মূল্যবোধ এগুলোর সমন্বয় ঘটাতে হয় এবং সেটি শিশু বয়সেই করতে হয়। আর সেজন্য এসকল গুণে গুণান্বিতদের জীবন কাহিনী যদি শিশুরা পড়তে পারে, জানতে পারে তাহলে উন্নত জীবন গঠনে সেটি অত্যন্ত সহায়ক হয়। আর তেমনি একজন মানুষ আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা, যিনি শৈশব থেকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁর জীবনকে আজকে বিশ্বনেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।’

তথ্যসচিব কামরুন নাহার বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও নারী ক্ষমতায়নে পৃথিবীর সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের শিশু-কিশোর-সহ সকলের জন্য অনুসরণীয়।’

সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সোহানা জেসমিন, লেখক জাহাঙ্গীর আলম শোভন, সংস্কৃতিকর্মী দিপু সিদ্দিকী, নাদিবা পারভীন লাকী,  নাজনীন সুলতানা নাজু, আজিমুন রুমা, নাহিদ নাজ, জামান নূর ও শিশুশিল্পী হামীম, ওমর, অনিরুদ্ধ, সাদিয়া, সারামনি, রাইফ, জুঁই, চামেলি, রামিয়া, রামিম, আবরার, সাবীত, হাসিব প্রমুখ বইমোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

      স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ৭৬৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৪৪২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিন লাখ ৭০ হাজার ১৩২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২৭ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৩৭৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ ৮৩ হাজার ১৮২ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬০

নিয়ম মেনে**ই** গণপূর্তে পদায়ন ও পদোন্নতি

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান ও উক্ত পদে কর্মকর্তা পদায়ন যথাযথ নিয়ম ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগে কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু সম্প্রতি কিছু সংবাদপত্রে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রদীপ কুমার বসুকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান ও তাঁকে ঢাকা মেট্রোপলিটন জোনের দায়িত্বে পদায়ন করা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ, ভুল ও একপেশে তথ্যসংবলিত সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে প্রদীপ কুমার বসুকে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কিছু কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তাঁকে ২০১৬ সালে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণলয় বিভাগীয় মামলার রায়ে তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্থগিত করে আদেশ দেয়া হয়। দণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণেরও দুই বছর পর ২০১৮ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে বিভাগীয় পদোন্নতি বোর্ডের মাধ্যমে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

উক্ত বোর্ডের সদস্য হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং সংশ্লিস্ট দপ্তরপ্রধান হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী উপস্থিত থাকেন। বোর্ডের সদস্যগণ প্রদীপ কুমার বসুর যোগ্যতা ও সকল বিধি-বিধান বিশ্লেষণ করে তাঁকে পদোন্নতি প্রদান করেন। উল্লেখ্য, বিভাগীয় মামলায় কোন সরকারি কর্মচারীর সাজার মেয়াদ শেষ হলে তাঁর পরবর্তী পদোন্নতিতে উক্ত মামলা বা তাঁর সাজাপ্রাপ্তি কোন অন্তরায় নয়। এক্ষেত্রে প্রদীপ কুমার বসুকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানের কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটেনি।

পরবর্তীতে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রদীপ কুমার বসুকে ঢাকা মেট্রোপলিটন জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকোশলী হিসেবে পদায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের একক সিদ্ধান্তে তাঁকে উক্ত পদে পদায়ন করা হয়নি।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব সংবাদপত্র প্রদীপ কুমার বসুর পদোন্নতি ও পদায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করে মন্ত্রণালয়কে জড়িয়ে নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করেছে আগামীদিনে তাদের আরো দায়িত্বশীল, বস্তুনিষ্ঠ ও পেশাদারীত্বের সাথে ভুমিকা পালনের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১৬৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৯

**মেধাবী তরুণরাই বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচয় করাবে**

**- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর) :

দেশীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন সমস্যার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনী সমাধানে সরকার দেশের শিক্ষার্থী ও তরুণদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। দেশের মেধাবী তরুণরাই আগামীতে দেশীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে বিশ্বে বাংলাদেশকে উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে পরিচয় করাবে।

রোববার ৬ষ্ঠ বারের মতো তিন দিনব্যাপী (২-৪ অক্টোবর) ‘নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২০’ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা উপলক্ষে বেসিস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য সরকার উদ্ভাবন ও স্টার্টআপকে উৎসাহিত করছে। ইতোমধ্যে ১৩০টি স্টার্টআপকে অর্থায়ন করা হয়েছে। আরো স্টার্টআপকে অর্থায়ন করার জন্য স্টার্টআপ কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগ বুয়েটে একটি রোবোটিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তিতে গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশের তরুণরা নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। তারা আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে ছয়টি মূল পুরস্কারের মধ্যে একটি সিলভার ও একটি বেস্ট প্রেটোটাইপ অ্যাওয়ার্ড এবং ১২টি দলীয় অ্যাওয়ার্ড অভ্ মেরিট পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস শ্রম এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পথ নকশায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় করোনাকালেও কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এমনকি ভার্চুয়ালে আদালত পরিচালনা করে সব কিছু স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হচ্ছে।

এবারের ‘নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২০’ প্রতিযোগিতা আয়োজনের পার্টনার আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), এলআইসটি প্রকল্প এবং ক্লাউড ক্যাম্প। নাসা আন্তর্জাতিকভাবে এ বছর বিশ্বের ২৫০টি শহরে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে, যার মধ্যে বেসিস বাংলাদেশের নয়টি শহরে ২-৪ অক্টোবর এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি’র (ডিএসএ) মহাপরিচালক ও এলআইসিটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. রেজাউল করিম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/জসীম/আসমা/২০২০/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৮

**মুজিববর্ষে গৃহহীনদের আবাসন নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার**

**-গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর) :

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি হলো কেউ গৃহহীন থাকবে না। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তববায়নে সরকার নিরলস কাজ করছে।

আজ বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০ এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ভিশন ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সর্বোপরি ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নে সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এসময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দুর্নীতিমুক্ত থেকে স্বচ্ছতার সাথে জনসেবার মনোভাব নিয়ে দায়িত্বপালনের আহ্বান জানান তিনি।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের বিভাগ ও জেলা থেকে দপ্তর প্রধানগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১৫৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৭

**যাত্রী ব্যতীত বিমান অফিসে ভিড় না করার অনুরোধ**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর) :

যাত্রী ব্যতিত অন্য কাউকে এয়ারলাইন্স অফিসে ভিড় না করার  জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

কোভিড-১৯ এর কারণে ঢাকা থেকে সৌদি আরবে গমনকারী যাত্রী পরিবহণে যে বাধ্যবাধকতা ছিল ইতোমধ্যে তা শিথিল করেছে বাংলাদেশ বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

ঢাকা থেকে সৌদি আরবগামী যাত্রীদের দ্রুত ফিরে যাওয়ার স্বার্থে গত ৪ অক্টোবর জারিকৃত আদেশে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এ নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।

এখন সৌদি আরবগামী ফ্লাইটে ইকোনমি ক্লাসের শেষ সারি এবং বিজনেস ক্লাসের ১টি আসন ব্যতিত সকল আসনে যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। এতে সৌদি আরবগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সাউদিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে সে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত যাত্রীদের পরিবহনে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস পুরাতন টিকিটধারী সম্মানিত যাত্রীদের ধারাবাহিকভাবে কোনরকম চার্জ ব্যতিত আসন বরাদ্দ করছে।

#

তানভীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১২১0 ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৬

**জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল কন্যাশিশুর প্রতি আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীষ জানাই। এবারের প্রতিপাদ্য ‘আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার’-দেশের জন্য নতুন মাত্রা এবং বর্তমান করোনা প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এক অদৃশ্য ভাইরাস মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিশুরাও এই পরিস্থিতিতে নিরাপদ নয়। আমাদের সরকার এই মহামারি মোকাবিলায় সবদিক থেকে তৎপর রয়েছে। আল্লাহতালার দরবারে বিশেষ দোয়া করি যেন এই সংক্রমণ থেকে শিশুসহ আমরা সবাই দ্রুত মুক্তি পাই।

আওয়ামী লীগ সরকার নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের প্রতি সকল সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কন্যাশিশুদের কল্যাণে আমরা অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তির প্রবর্তন, বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং নারী শিক্ষকদের সংখ্যাবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের কল্যাণে ‘জাতীয় শিশুনীতি ২০১১’, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১’ এবং অধিকতর কঠোর ধারা উপধারা সন্নিবেশ করে পূর্বের আইনটি বাতিল করে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’ পাশ করেছে। এছাড়া কন্যাশিশুদের কল্যাণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের ফলে বেড়েছে নারী শিক্ষার হার, কমেছে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের হার। আমাদের নারীরা শিক্ষিত হয়ে ও বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে আয়মুখী কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে। এমনকি আমাদের মেয়েরা ক্রীড়াঙ্গনেও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে।

আমার বিশ্বাস, কন্যাশিশুদের অধিকার তথা নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে তারা সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমি জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হো ’’

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/কামাল/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৫

**জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২০ আশ্বিন (৫ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে দেশের সকল কন্যাশিশুর প্রতি রইল আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা। এবছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ‘আমরা সবাই সোচ্চার, বিশ্ব হবে সমতার’- অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের নারী। তাই প্রতিটি কন্যাশিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। কন্যাশিশুদের কল্যাণে বিশেষ করে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নসহ শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের হার কমে এসেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি মেয়েরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা প্রদর্শন করছে। বাংলাদেশের এসব পদক্ষেপ বহির্বিশ্বেও প্রশংসিত হচ্ছে।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকার কারণে আমাদের নারী ও মেয়েরা আজ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। নারীর সার্বিক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং প্রতিরোধসহ সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে কন্যাশিশুদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি কন্যাশিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান সর্বোপরি সমাজ ও পরিবারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২০’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১০৪৫ ঘণ্টা